মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে বিভিন্ন মামলায় গ্রেফতার ৯

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৯ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ২ আসামি, মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলায় ১, পুরানো মামলায় ১ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ আসামি রয়েছে।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন। সংশ্লিষ্ট থানা সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সমবায়ীদের নিয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের আয়োজনে সমবায়ীদের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকালে গাংনী বিআরডিবি হলরুমে এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমবায় কর্মকর্তা প্রভাষ চন্দ্র বালা।

গাংনী উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খন্দকার সহিদুর রহমান ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা(ভা.) ডা. আরিফুল ইসলাম ।

প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের প্রশিক্ষক নূরুজ্জামান, সহকারী প্রশিক্ষক রোকনুজ্জামান তুষার, সহকারী পরিদর্শক রুহুল কুদ্দুস ও হাফিজুর রহমান।

প্রশিক্ষণে ৭ টি সমবায় সমিতির পঁচিশ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের নব গঠিত কমিটির শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে ছাত্রদলের মেহেরপুর জেলা কমিটি ঘোষণা করাতে আজ বুধবার বিকালে মেহেরপুর জেলা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল এবং কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান ও সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা ও শো-ডাউন করে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদল।

শোভযাত্রায় মেহেরপুর জেলার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কয়েক হাজার নেতাকর্মীর সমাগম ঘটে।

জেলা বিএনপি সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শোভাযাত্রাটি মেহেরপুরের কাথুলি বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয়ে মুখার্জি পাড়ায় এসে শেষ হয়।

এ সময় পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস সহ নবগঠিত ছাত্রদল জেলা কমিটির কমিটির সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির, সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, সিনিয়র সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন, সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী শাকিল, নাহিদ মাহাবুব সানি,নাজমুল হক শান্তি,জুয়েল রানা, রেজওয়ানুল হক ইমন, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক রাশেদুল ইসলাম রাজন, যুগ্ম সম্পাদক আমির হাসান হিমেল, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সাঈদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রিপন হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রাসেল আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক লিজন আলী, প্রচার সম্পাদক রাব্বির হোসেন সহ জেলা ছাত্রদলের সকল ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

যারা মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছেন ধিক্কার তাদের

মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড হালদার পাড়ায় রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘ক্ষমতার শির্ষে থেকে যারা মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছেন তাদেরকে ধিক্কার জানাই। উন্নয়ন কাজে যে সকল সমস্যা হচ্ছিল সেগুলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানানো হয়েছে। এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নের। ‘

বুধবার ১৩ সেপ্টেম্বর দুপুরে মেহেরপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের হালদার পাড়ায় রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন। প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ নম্বর ওয়ার্ডের হালদার পাড়ায় ৩৫৩ মিটার রাস্তা ও ড্রেনের নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় মেয়র আরো বলেন, ‘সকল ক্ষমতার উৎস হচ্ছে জনগণ। জনগণের এক একটি ভোটের মাধ্যমেই কাউন্সিলর, মেয়র, চেয়ারম্যান ও এমপি

নির্বাচিত হয়। যারা পৌরসভার উন্নয়নে একটি ইটও দেয়নি বরং উন্নয়নগ্রস্ত করেছে ভোট চাইতে আসলে অবশ্যই আপনারা তাদেরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন।’

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন, পৌরসভার উপ-সহকারী প্রকৌশলী আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ২নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বাদশা, যুবলীগ নেতা ইয়ানুচ আলী, ছাত্রলীগ নেতা মাসুদ রানা প্রমুখ।

মেহেরপুর পৌরসভার ৪,৫ ও ৬নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সমাবেশ

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ ও ৫ এবং ৬ নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌছে দিতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর পৌরসভার ৪ ও ৫ এবং ৬ নং ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বুধবার বিকেলে বিএডিসিতে উঠান বৈঠকের অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় মেহেরপুর পৌর যুব মহিলা লীগের সভাপতি রোকসানা কালাম রুনুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম।

উঠান বৈঠকে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলার সভানেত্রী সামিউল বাসিরা পলি, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের অর্থ বিশেষ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, মেহেরপুর পৌরসভা ৪ নাম্বার ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সম্পাদিকা শারমিন আক্তার, সহ নেত্রী এবং কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মাদক সেবন করে মাতলামি, তিনজনকে জেল

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া এলাকায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে তিন মাদক সেবিকে ১ মাসের করে কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা করে অর্থদণ্ড করেছে মোবাইল কোর্ট।

দণ্ডিতরা হলেন, বামনপাড়া গ্রামের মধু খাঁর ছেলে আব্দুল গফুর, একই গ্রামের মনিরুল ইসলামের ছেলে সাইফুল ইসলাম ও আমদহ গ্রামের কাওছার আলীর ছেলে সুজন মিয়া।

বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া গ্রামে এ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান।

এর আগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহানের নেতৃত্বে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা ওই তিনজনকে মাদক সেবন করে মাতলামি করা অবস্থায় আটক করেন। পরে মোবাইল কোর্টে বসিয়ে তাদের এ সাজা দেওয়া হয়।

জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রিফাত জাহান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। দণ্ডিতদের সাথে সাথে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সাংবাদিকদের নিজস্ব পরিচয়

তৈরিতে প্রেস কাউন্সিল কাজ করছে

“সাংবাদিকদের মান উন্নয়নের জন্য প্রেস কাউন্সিল বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সারাদেশে সাংবাদিকদের ডাটাবেইস তৈরি কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ৩২টি জেলা থেকে সাংবাদিকদের তালিকা পেয়েছি, সেগুলো যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলছে। আশা করছি দ্রুত বাকি জেলাগুলো থেকেও আমরা তালিকা পেয়ে যাব। একই ভাবে আমরা সকল মিডিয়া হাউসগুলো থেকেও সাংবাদিকদের তালিকা চেয়েছি। যাতে করে সাংবাদিকদের নিজস্ব একটা পরিচয় তৈরি হয়।”

আজ বুধবার মেহেরপুর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে “গণমাধ্যমে হলুদ সাংবাদিকতা ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা” শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম।

বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম বলেন, “জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেস কাউন্সিল গঠণ করেছিলেন। তিনি সাংবাদিকবান্ধব ছিলেন, তিনি চাইতেন না কোন সাংবাদিকের হাতে যেন হাতকড়া না পড়ে। তিনি বলতেন, একজন সাংবাদিক সমাজের যে কোন শ্রেণীর থেকে উচ্চতর শ্রেণীর। ওই সময় ম্যাজিষ্ট্রেটদের থেকে সাংবাদিকদের বেতন বেশি ছিলো।”

চেয়ারম্যান বলেন, “প্রেস কাউন্সিলে নতুন কেউ তালিকাভুক্ত সাংবাদিক হতে চাইলে তাকে স্নাতক পাশ হতে হবে। তবে কারো যদি সাংবাদিকতায় ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকে সেক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল থাকবে।

মিডিয়া হাউসগুলো যাতে করে ওয়েজবোর্ড মেনে সাংবাদিকদের বেতন-ভাতা দেয় সে ব্যাপারে আমরা তাদের বলেছি এবং একই সঙ্গে তারা যদি এ নির্দেশনা না মানে তাহলে তাদের সুবিধাদি বন্ধ করার জন্য সরকারকেও আহবান জানিয়েছি। আমরা আশা করছি ক্রমে এগুলো বাস্তবায়ন হবে।”

প্রেস কাউন্সিল আইন সম্পর্কে তিনি বলেন, “আমরা কিছু সংশোধনী নিয়ে এসেছি। খুব শিঘ্রই সংসদে এ আইন পাশ হবে। বিদ্যামান আইনে ১০ লাখ টাকা জরিমানার বদলে ৫ লাখ টাকা করা হয়েছে।”

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মুঃ তানভীর হাসান রুমানের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার। স্বাগত বক্তব্যে দেন, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন।

সাংবাদিকদের মধ্যে বক্তব্য দেন কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, চ্যানেল ২৪ প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, আরটিভি প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিক, সময় টিভি প্রতিনিধি বেন ইয়ামিন মুক্ত। সেমিনার জেলায় বিভিন্ন গণমাধ্যমে কর্মরত ৬০ জন সাংবাদিক অংশ নেন।

মেহেরপুরে প্রাইভেটকারের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

মেহেরপুরে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় পাখি ভ্যানচালক সবুজ ওরফে পটল
(৩১) নিহত হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে দুইটার সময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের সদর উপজেলার গোপালপুর মদনা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সবুজের ওরফে পটল সদর উপজেলার গোপালপুর গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে।

স্থানীয়রা জানিয়েছে মদনা গ্রাম থেকে সবুজ ওরফে পটল ভ্যান নিয়ে গোপালপুর গ্রামের দিকে যাওয়ার পথে মেহেরপুর থেকে ছেড়ে আসা গাংনী গামী একটি প্রাইভেট কারের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে সবুজ ওরফে পটল মারাত্মক আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেছেন নিহতের পরিবার থেকে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী ও মুজিবনগরে ৪ আসামি গ্রেফতার

গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গরু চোর সন্দেহে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলার ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পুলিশ পৃথক অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালান। সংশ্লিষ্ট থানার জরুরী বিভাগ এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বুধবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দুুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রধান শিক্ষকদের গলার কাটা বায়োমেট্রিক মেশিন

মেহেরপুর সদর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন নিয়ে পড়েছেন মহাবিপাকে। অনেক স্কুল ইতিমধ্যে মেশিনগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। আবার অনেক স্কুল মেশিনগুলো সচল থাকলেও প্রতি মাসে মেরামত বাবদ খরচ হচ্ছে দেড় থেকে দুই হাজার টাকা।

জানা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শতভাগ হাজিরা নিশ্চিতকরণের জন্য ২০১৯ সালের ২৮ মার্চ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের প্রত্যকটি সরকারি স্কুলে বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন কেনার জন্য স্লিপের টাকা ব্যবহার করে আদেশ দেওয়া হয়।

সেই পত্রের আলোকে মেহেরপুর সদর উপজেলার ১০৮ টি স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন ক্রয় করেন। কিন্তু সেই বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন ক্রয় করার পর থেকেই সমস্যাই ভূগছেন তারা।

ইতিমধ্যে উপজেলার ৬০/৭০ টি স্কুলের বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে। বাকি স্কুলগুলোর বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন সচল থাকলেও সেগুলো নিয়ে মহাবিপাকে রয়েছেন প্রধান শিক্ষকরা।

এব্যাপারে মেহেরপুর শহরের বিএম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুরাইয়া পারভীন বলেন, তার স্কুলের বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিনটি প্রতি মাসেই একবার করে মেরামত করতে হচ্ছে। একবার মেরামত করতে গেলে দেড় হাজার টাকা করে খরচ হয়। যে টাকা শিক্ষকদের পকেট থেকে দিতে হয়। বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন সারার জন্য তো সরকার টাকা দিচ্ছেনা।

মেহেরপুরের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন স্থাপনের নামে সরকারি টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে। মেশিন স্থাপনের নামে ‘স্লিপ গ্র্যান্ড’ নামের স্কুলের ফান্ড থেকে ১৩ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে। অথচ মেশিনগুলো মাত্র ৬ হাজার টাকা দামের কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অনেক বিদ্যালয়ে মেশিনটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় শিক্ষকদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারছে না ঊর্ধ্বতন অফিস। স্কুল সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকের মেশিন কেনার কথা থাকলেও তা উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের মতামতের মূল্য দেওয়া হয়নি।

সূত্রমতে মেহেরপুর সদর উপজেলার ১০৮ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে সদর উপজেলায় মেশিন ক্রয়ের বিষয়ে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারা কেউ মুখ খুলতে চান না। তারা বলেন, সব স্কুল কমিটি জানে। তবে স্কুল কমিটি বলছে তাদের কিছু জানানো হয়নি সদর উপজেলার তৎকালিন শিক্ষা অফিসের কয়েক ব্যক্তি শিক্ষকদের মেশিন ক্রয় করতে বাধ্য করেছিলেন। অভিযোগ উঠেছে শিক্ষা অফিসের লোকজন ৬

হাজার টাকা দামের নিম্নমানের মেশিন দিয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন ১৩ হাজার টাকা।

সদ্য বিদায়ী মেহেরপুর জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ভুপেষ রঞ্জন রায় বলেন, করোনার সময় ২ বছরে প্রায় সবগুলো ডিজিটাল হাজিরা মেশিন নষ্ট হয়ে গেছিল। আবারও সেগুলো মেরামত করা হচ্ছে। এখনও কিছু মেশিন নষ্ট হয়ে রয়েছে। যেগুলো মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কুল কমিটি নিজেরা মেশিন ক্রয় করেছে। কি মানের মেশিন কিনেছেন তারাই ভাল জানেন।